আলমডাঙ্গার বেলগাছি পালপাড়ার মন্দির ধ্বংসের মুখে, ৫০ বছরেও হয়নি সংস্কার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি পালপাড়ায় অবস্থিত পালবাড়ির ঐতিহ্যবাহী হরি মন্দিরটি দীর্ঘ ৫০ বছরেও কোনো সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শতবর্ষী এই ধর্মীয় উপাসনালয়টি এখন টিকে থাকার সংকটে রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মন্দিরটিতে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কারকাজ হয়নি। ফলে সময়ের আবর্তে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এই পুরোনো ধর্মীয় স্থাপনাটি। এলাকায় সংখ্যালঘু কয়েকটি পরিবারের বসবাস। তাদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে মন্দিরটির সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরোনো কাঁদামাটির গাঁথুনিতে নির্মিত মন্দিরটির দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ইট খসে পড়ছে, পলেস্তারা উঠে গিয়ে ভেতরের কাঠামো উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত টিনের চাল মরিচা পড়ে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। বর্ষা মৌসুমে ছাদ দিয়ে পানি পড়ায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বেড়ে যায়।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুকুমার কুমার পাল বলেন, “পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই মন্দিরটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা দেখভাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন বড় ধরনের সংস্কার না হলে মন্দিরটি টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।”

কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার পাল বলেন, “প্রতি বছরই শুনি বরাদ্দ আসবে, কাজ হবে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর কেটে গেলেও চোখে পড়ার মতো কোনো কাজ হয়নি। বরাদ্দ এসে থাকলে সেই অর্থ কোথায় ব্যয় হয়েছে, তার হিসাব মানুষের সামনে আসা দরকার।”

স্থানীয় বাসিন্দা কাছেদ আলী বলেন, “বহুবার শুনেছি সরকারি বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও মন্দিরে কোনো কাজ হতে দেখিনি। টাকা কোথায় যায়, এলাকার মানুষ তা বোঝে; শুধু মুখ খুলতে পারে না। কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা।”

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্ড সদস্যদের মাধ্যমেই সাধারণত এ ধরনের বরাদ্দসংক্রান্ত কাগজপত্র পরিচালিত হয়। তবে বরাদ্দের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারবঞ্চিত এই মন্দিরটি শুধু একটি উপাসনালয় নয়; এটি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিবছর এখানে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তবে মন্দিরটির বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে দর্শনার্থী ও ভক্তদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় স্থাপনাটি রক্ষায় দ্রুত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান ও সংস্কারকাজ শুরু করতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা।

বেলগাছিতে প্রথমবার মেডিক্যালে পড়ার কৃতিত্ব অর্জন করলো মিম

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান আফরিন সুলতানা মিম প্রথমবারের মতো মেডিক্যালে পড়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে মেডিক্যালে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

আফরিন সুলতানা মিম আলমডাঙ্গা বেলগাছি গ্রামের মালিথা পাড়ার গর্বিত কন্যা এবং আলম হোসেনের কন্যা। তার পিতা আলম হোসেন বর্তমানে এক বেসরকারি কোম্পানিতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন, খুবই স্বল্প বেতনে।

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য বেলগাছির সর্বস্তরের মানুষ আফরিনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, “এই কৃতিত্ব কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত। এটি শুধু তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং বেলগাছি মালিথা পাড়া ও সমগ্র এলাকার জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।”

বেলগাছি ছাত্র কল্যাণ সংস্থা আফরিন সুলতানা মিমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আফরিনের পিতা আলম হোসেন বলেন, “তার আগামীর পথচলা আরও সাফল্যমণ্ডিত হোক। ভবিষ্যতে সে একজন দক্ষ, মানবিক ও দেশপ্রেমিক চিকিৎসক হিসেবে সমাজ ও দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে এজন্য সকলের কাছে দোয়া চাই।”

আলমডাঙ্গা বেলগাছিতে জামায়াতের পথসভায় অ্যাডঃ রাসেল

আলমডাঙ্গার বেলগাছিতে জামায়াতের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে আয়োজিত এই সভাটি ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, ৮নং ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি আলাইহিম। প্রধান অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও সম্ভাব্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাসেল বলেন, আমরা মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সৎ ও জবাবদিহিতামূলক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চাই। তিনি আরও বলেন, আমার জন্ম ও শৈশব এই বেলগাছি গ্রামে কেটেছে। যদি সুযোগ পাই, এলাকার রাস্তা-ঘাট, কালভার্টসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবো এবং ব্যয়ের পূর্ণ হিসেব জনগণের সামনে উপস্থাপন করবো।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য আলতাফ হুসাইন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমীর ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান

পদপ্রার্থী প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, তারবিয়াত বিভাগের সেক্রেটারি বিলাল হোসাইন, অফিস সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, ইউনিয়ন সভাপতি আমান উদ্দিন, সহ-সভাপতি মাওলানা শহিদুল হক, ইউনিয়ন নির্বাচন বিভাগের পরিচালক জহিরুল ইসলাম মজনু, ইউনিয়ন সহকারি সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার, ফরিদপুর ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আহসান হাবিব, কাশিপুরে সভাপতি আতিয়ার রহমান, কেদারনগরের সভাপতি লুৎফার রহমান, বেলগাছি গ্রামের ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি রওশন শেখ, ৮ নং ওয়ার্ড সভাপতি আলাইহিম, যুব বিভাগের সভপতি শরিফুল ইসলাম শরীফ, সেক্রেটারি সাব্বির আহমেদ, বেলগাছি গ্রাম কমিটির সভাপতি খোকন মাসুদ, ডামোশ গ্রাম কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ফরিদপুরের সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, আরো উপস্থিত ছিলেন, ২নং ওয়ার্ড সভাপতি আহসান হাবীব প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন, ইউনিয়ন সেক্রেটারি মাওলানা শওকত আলী।